কা । না । ডা

দেশপ্রেম এবং একজন মার্কোজ

তাসরীনা শিখা, টরেন্টো থেকে

'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে'- রবীন্দ্রনাথের এই গানটি শুনলে আমার বুকের ভিতর কোথায় যেন হাহাকার জেগে ওঠে। আমার মনে হয় আমি যেন কোথায় হারিয়ে গেছি। আমি নিজেকে নিজে যেন হারিয়ে ফেলেছি এক অজানা পথে। আমার কৈশোরের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই গানটির সাথে। তাই এই গানটি আমার মনে সব সময় হাহাকার নামের একটি অনুভূতির সৃষ্টি করে। সেদিন ছাব্বিশে মার্চের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। এক জার্মান ভদ্রলোকের কণ্ঠে এ গানটি শুনে প্রথমবারের মতো আমি আমার হাহাকারের স্থানে আনন্দের রিন রিন ধ্বনি শুনতে পেলাম। 'সুপ্রভাত' নামের একটি সংগঠন আয়োজন করেছিল টরেন্টোর এক সিভিক সেন্টারে স্বাধীনতা দিবসের একটি অনুষ্ঠান। সেখানে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো মার্কোজ গোমেল নামের এ জার্মান ভদ্রলোককে। মার্কোজ তাঁর জার্মানি কণ্ঠে সঠিক বাংলায় সঠিক সুরে 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির' গানটি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাদের করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল সে দিন স্কারবোরো সিভিক সেন্টারটি।

সেদিন মার্কোজকে দেখে তার গান শুনে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। যার ফলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার লোভ আমি সামলাতে পারিনি। আমি মার্কোজের পাশে গিয়ে বসলাম। তার হারমোনিয়ামটি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ভিন্ন স্টাইলে তৈরি করা হারমোনিয়ামটি। মার্কোজ বারবার আমাকে বলছিল সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি এ হারমোনিয়ামটি সে বাংলাদেশ থেকে বয়ে এনেছে সুদূর কানাডায়। হারমোনিয়ামটি মোহাম্মদপুরের দোকান থেকে বিশেষ অর্ডার দিয়ে সে তৈরি করেছে। হারমোনিয়ামের চারপাশে খোদাই করা বিভিন্ন বাংলা লেখা। হারমোনিয়ামের উপর লেখা দুটো লাইন আমার মনে আছে- 'ঘন অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকা পার হতে হলেও আমি বিপদের ভয় করবো না, কারণ তুমি আমার সঙ্গে আছো।'

বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ও একমুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে মার্কোজ যখন মাটিতে আসন গেড়ে বসে গান গাচ্ছিলো তখন আমি দেখছিলাম কি আবেগ কি ভক্তি তার একটি ভিনদেশী ভাষার প্রতি। মার্কোজের সঙ্গে গল্পচ্ছলে জানতে পারলাম মার্কোজ বাংলাদেশে গিয়েছিল দুই বছরের জন্য একটি সাহায্য সংস্থার পক্ষ থেকে কাজ নিয়ে। এই দুই বছরেই মার্কোজ শিখেছে আমাদের ভাষা, শিখেছে আমাদের গান, আমাদের সংস্কৃতি যা সে বয়ে নিয়ে এসেছে তার সঙ্গে সুদূর কানাডায়। প্রচুর বাংলা গানের ক্যাসেট সে বয়ে নিয়ে এসেছে তার সঙ্গে। কল কল ছল ছল নদী করে টলমল এ গানটিও সে ভালো গাইতে পারে সেটাও আমাকে জানালো। মার্কোজ ভালোবেসেছে বাংলাদেশকে, মার্কোজ ভালোবেসেছে বাংলা ভাষাকে, বাংলা সংস্কৃতিকে।

প্রবাসে বসবাসকারী একটি বাঙালি শ্রেণী মনেপ্রাণে তাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা সংস্কৃতি শিক্ষা দিচ্ছে। আর একটি শ্রেণী ইচ্ছাকৃতভাবে হারিয়ে ফেলেছে বাংলাকে। তারা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলে না। তাদেরকে বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় অভিজ্ঞতার কথা জানান। লিখুন দূতাবাস সমস্যা, ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

- বিভাগীয় সম্পাদক

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

info@shaptahik2000.com

দ: । কো । রি । য়া

শ্রমের মর্যাদা ও রাজনীতি

আমি প্রায় ৪ বছর হলো দক্ষিণ কোরিয়ায় আছি। এই চার বছরে আমার সবচেয়ে যে দুটি বিষয় ভালো লেগেছে তা পাঠকদের জানাতে চাই। প্রথমটি হলো শ্রমের মর্যাদা। আমি একটি গ্লাস কোম্পানিতে কাজ করি। এই কোম্পানিতে কোরিয়ান আছে ৩০ জন এবং আমরা বাংলাদেশী আছি ৭ জন। আমার মালিকের দুই ছেলে এবং সে নিজে আমাদের সঙ্গে কাজ করে। আমরা কোম্পানির ভেতরে সবাই একই পোশাকে কাজ করি। আমাদের মালিকও একই পোশাকে আমাদের সঙ্গে কাজ করেন। মালিক কোরিয়ান এবং আমাদের সঙ্গে খুব সম্মানের সঙ্গে কথা বলেন। এখানে কাজের কোনো ছোট-বড় ভেদাভেদ নেই। কাজ সে তো কাজই। সত্যিই অবাক লাগে এ দেশে শ্রমের মর্যাদার কথা ভাবলে।

দ্বিতীয়টি হলো এ দেশের রাজনীতি। আমি ২০০৩-এর মে মাসে দেশে গিয়েছিলাম ১ মাস ১০ দিনের ছুটিতে। গিয়ে দেখলাম ১ মাস ৯ দিনের ভেতর ৬ দিন হরতাল ছিল আর এই দক্ষিণ কোরিয়ায় চার বছরে আমি ১টি হরতাল, অবরোধ, ১টি গাড়ি ভাঙা, গাড়িতে আগুন দেয়া কিছুই দেখলাম না। এ দেশের রাজনীতি যারা করেন তারা দেশ এবং দেশের মানুষের কোনো ক্ষতি হোক তা চান না। যদি কখনো চাইতেন বা চিন্তা করতেন তাহলে জনগণ তাদের কখনো ক্ষমা করতেন না। এ দেশের জনগণ যেমন সচেতন তেমনি রাজনীতিবিদরাও সচেতন।

আমার মনে হয় আমার দেশের মানুষ যদি এই দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শ্রমের মর্যাদা দিত এবং রাজনীতিবিদ ও জনগণ উভয়েই সচেতন হতো, তাহলে আমার দেশও উন্নত রাষ্ট্রের রূপ পেতো।

Kazi Mukul, Samwon Glas, Head Office and Factory, 51/64 Sangduk-Ri, Jiksan-myun, Cheonan-Si-Chungnam, South Korea

জ্ঞান দেয় না। এমনকি দাওয়াতে পার্টিতে তারা ইংরেজিতে কথা বলে, বাংলা বলে না। তারা ভালোবাসে বিদেশী হতে। বাংলার গন্ধ গা থেকে যত তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যায় তাতেই যেন তাদের মুক্তি। দেশেও একই অবস্থা। উঁচুতলার ছেলেমেয়েরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বেশি হাবুডুবু খাচ্ছে বাংলা সংস্কৃতির চেয়ে।

তারপরও দেশ তো বাংলাদেশই। সবকিছুর মাঝেও হচ্ছে মহাসমারোহে ১লা বৈশাখ, বসন্তবরণ, আরো অন্যান্য বাংলা সংস্কৃতির অনুষ্ঠান এবং বিকৃত ইতিহাস বিজড়িত স্বাধীনতা দিবস। যে ইতিহাস আমাদের শিশুদের। আমাদের কিশোরদের দাঁড় করাচ্ছে মিথ্যা স্তম্ভের ওপর। যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে আমাদের জন্মের পর, সে ইতিহাসের মৃত্যু ঘটেছে আমাদের মৃত্যুর আগে। সত্যের কি সাংঘাতিক অপমৃত্যু।

আমরা বলি বাংলাদেশের নির্মাতা, স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা বলতে দ্বিধাবোধ করি বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। পৃথিবী নাকি সভ্যতার শীর্ষে উঠে গেছে। সেই সভ্যতার ছিঁটেফোঁটাও কি আমাদের বাংলাদেশের মাটিকে ছুঁতে পারছে না? আমি একবার একটা লেখায় লিখেছিলাম উদারতার অভাবে, ক্ষমাশীলতার অভাবে পৃথিবীতে দিন দিন হিংস্রতা বেড়েই চলেছে। সেই আমি আবার লিখছি এক মহান ব্যক্তির উদারতার জন্য, ক্ষমাশীলতার জন্য বাংলাদেশ আজ হিংস্র মিথ্যাচারণের দেশে পরিণত হয়েছে। ক্ষমাশীলতা উদারতার প্রতীক, কিন্তু সেই ক্ষমা যে কতটুকু সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে বাংলাদেশ তার একটি প্রমাণ। যাদের বিরুদ্ধে ছিল মুক্তির সংগ্রাম সেই ক্ষমার কারণে তারা আজ দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাংলার বুকে। চালাচ্ছে বিকৃতি ইতিহাসের অপপ্রচার।

মার্কোজের সাথে কথা বলে সে দিন মনে হয়েছিল, মার্কোজ যত সহজভাবে বাংলাদেশের প্রতি তার ভালোবাসার কথা তার পোশাক দিয়ে, গান দিয়ে প্রকাশ করে গেলো আমরা কবে পারবো প্রতিবাদী কণ্ঠে নয়, অতি স্বাভাবিকভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলার সঠিক ইতিহাসের কথা বলতে।

বছর দুয়েক আগে এক কানাডিয়ান ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন, '১৯৭১-এ তোমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি গিয়েছিলাম একটি দলের সঙ্গে নির্যাতিত মহিলাদের সাহায্য করতে। বড় ইচ্ছে ছিলো আবারো যাবো তোমাদের দেশে। কিন্তু যখন শুনেছি তোমরা তোমাদের জাতির পিতাকে হত্যা করেছো তখন তোমাদের দেশে আমার আর যেতে ইচ্ছে হয়নি'। সেদিন তার চেহারায় আমি যে ঘৃণার ভাব দেখেছিলাম সেটা আমাকে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। অথচ আমরা বাংলাদেশের মানুষ হয়েও এ ঘৃণা দেখাতে পারছি না।

যে মাটিতে আমাদের জন্ম হয়েছে, যে ভূখন্ডটির স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি, যে স্বাধীনতা আমাদের বলার অধিকার দিয়েছে 'এ দেশ আমার'। সেই স্বাধীন বাংলার বুকে পুঁতে দেয়া হয়েছে বিকৃত ইতিহাসের পতাকা। বাংলা জননী আজ কাঁদছে, আর্তনাদ করছে, সে আর বইতে পারছে না এ শেকলবাঁধা বাংলার বিকৃত ইতিহাসের বোঝা। আমরা কি শুনতে পাচ্ছি সে কান্না, সে আর্তনাদ, নাকি আমরা সব বধির হয়ে গেছি?

টরেন্টো, কানাডা

জমি বিক্রি

ঢাকায় মগবাজারে ৪.৫ কাঠা এবং গাজীপুরে ৫ কাঠা সম্পূর্ণ নির্ভেজাল, এখনই বাড়ি করার উপযোগী জমি জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি হবে। যোগাযোগ ৮৯৫৫৪৪১, ০১৭৮-১৮৬৮৯৪

সুইডেন

রিংকেবীতে বইমেলার অভিজ্ঞতা

স্টকহোমের রিংকেবীতে ১১ থেকে ১৩ মার্চ তিন দিনব্যাপী বইমেলা শেষ হয়ে গেল। বইমেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১৫টি প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করে। বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক ব্যক্তিগতভাবে স্টল দিয়ে নিজ নিজ বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন। এ ছাড়া মেলায় ছিল বিভিন্ন লেখক সংঘ ও রেডিও প্রতিষ্ঠানের স্টল।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বা 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে'র কাছে এলেই সুইডেনের প্রকাশনা সংস্থা ও বইয়ের দোকানগুলোতে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। রিংকেবী মেলার বৈশিষ্ট্য হলো, এই বইমেলায় পৃথিবীর প্রায় সব ভাষারই বই পাওয়া যায়। সেই হিসেবে রিংকেবী বইমেলাকে আন্তর্জাতিক ভাষাভাষীর মেলাও বলা যেতে পারে। সে হিসেবে সব ভাষায় লেখক, কবি, সাহিত্যিকরাই এই মেলায় উপস্থিত হন। মেলায় যেসব ভাষার বই এসেছে তার তালিকা তৈরি করলে দেখা যাবে পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোর কোনোটাই বাদ পড়েনি। আরবি, ফার্সি, সুইডিশ, স্প্যানিস, জার্মান, রাশান, সোমালী, তার্কি, কুর্দি, রোমানি প্রভৃতি। এসব ভাষার মধ্যে 'রোমানি' ভাষাকে একটু অপরিচিত মনে হলো। তাই 'রোমানি' ভাষার বইয়ের স্টলে রোমানি ভাষায় লেখা বইগুলো উলটে-পালটে জিজ্ঞেস করতে হলো ভাষাটির উৎপত্তির কথা। একজন জানালেন ভাষার উৎপত্তি হিন্দি থেকে, এটি জিপসিদের ভাষা। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই গেল। অক্ষরগুলো তো হিন্দির ধারে কাছে নেই, 'রোমানি' ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে সুইডিশ অক্ষর। তবে কি রোমানরা (জিপসি) এশিয়া থেকে সেন্ট্রাল ইউরোপে এসেই অক্ষর পাল্টিয়ে নেয়? রোমানি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত এবং এই ভাষার কিছু কিছু শব্দ হিন্দুস্তানি বা হিন্দি শব্দের সঙ্গে মিল রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে রোমানি ভাষায় শব্দ চয়ন করা হয়েছে তবে গ্রিক ও স্লোভানিক ভাষা থেকে বেশি। দেখা গেছে, জিপসি বা রোমানিরা যে দেশেই গেছে, সে দেশের ভাষা তাদের ভাষার উপর প্রাধান্য বিস্তর করছে। আগে এই ভাষাভাষাগোষ্ঠী 'জিপসি' নামেই পরিচিত ছিল। 'জিপসি' শব্দটা এসেছে 'ইজিপ্ট' শব্দ থেকে। ধরা হয়েছিল এই গোষ্ঠীর আগমন ইজিপ্ট থেকে। চৌদ্দশ' শতকে জিপসিরা বলকান পেনিনসুলায় আগমন করে। পৃথিবীতে রয়েছে প্রায় তিন কোটি রোমানি, এর মধ্যে দুই কোটি ভাসমান যাযাবর। রোমানিরাই হলো ইউরোপের প্রথম এশিয়া আদিবাসী। রোমানিরা স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, সুইডেনে আছে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার এবং সুইডেনই ১৯৯৯ সালে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের ভাষাকে সংখ্যালঘু ভাষা হিসেবে স্ট্যাটাস দিয়েছে এবং 'জিপসি'র বদলে 'রোমানি' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে সংখ্যায় তারা স্বল্প হলেও সাহিত্যে তারা পিছিয়ে নেই।

মেলায় স্টল সাজিয়ে বসেছিলেন হাঙ্গেরির লেখিকা মাগদা এগেন্স। লেখিকা মাগদা কৈশোরে হিটলারের অস্ট্রিয়ার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে অত্যাচারিত হয়েছেন। সেই অত্যাচারিত বিভীষিকাময় দিনগুলোকে নিয়ে লিখেছেন আটটি বই। প্রতিটি বই পাঠকের মনে দাগ কাটার মতো। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত Om stenarna Kunde tala (যদি পাথরেরা বলতে পারতো) বইটি তাকে খ্যাতির দুয়ারে নিয়ে যায়।

অনেকগুলো স্টলের মধ্যে লেখক সেইন সুচার স্টলটি বেশ জায়গা জুড়ে ছিল। 'সেইন সুচা' প্রতীকী নাম, আসল নাম মোস্তাক আহমেদ, পাকিস্তানি লেখক। লিখছেন ইংরেজি, উর্দু, সুইডিশ তিন ভাষাতেই। ১৯৫১ সাল থেকেই সুইডেন প্রবাসী। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত পাকিস্তানি কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের কবিতার সুইডিশ অনুবাদ Inte Ensam (একা নই) নামে কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের সুইডিশ কাব্য সংকলনটি কবিতাপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

Liakat Hossain
liakathossain@yahoo.com

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫

ব্রাডফোর্ট

সেবার জন্য সম্মাননা পদক

এমবিই পদক হাতে আবু তাহের

ইংল্যান্ড প্রবাসী, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্টের সভাপতি মোঃ আবু তাহের সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে তার সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ ইংল্যান্ডের রয়েল হাইনেস্ প্রিন্স অব ওয়েলস্ কর্তৃক সম্মানজনক 'এমবিই' অর্থাৎ অর্ডার অব দ্য মেম্বার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার রাজকীয় খেতাব অর্জন করেন। ইস্ট-মিডল্যান্ডে তিনিই প্রথম বাংলাদেশী যিনি এই বিরল খেতাবে ভূষিত হলেন। সম্প্রতি এক রাজকীয় অনুষ্ঠানে প্রিন্স চার্লস নিজ হাতে তাঁকে এই কৃতিত্বপূর্ণ খেতাব পরিয়ে দেন। এছাড়াও গত ২৭ জুলাই ২০০৪ তারিখে হাউস অব লর্ড-এ এমবিই সম্মানে লর্ড গোল্ড স্মিথ- এটর্নি জেনারেল মোঃ আবু তাহেরকে 'সিলভার প্ল্যাক' পদকে পুরস্কৃত করেন। উল্লেখ্য, হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানার বাজকাশারা গ্রামের ছেলে আবু তাহের ১৯৭৮ সাল থেকে ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন। সেখানে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করার পর আশির দশকের শুরুর দিক থেকে নিজেকে তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সে সময় থেকে অদ্যাবধি তিনি একাধিক সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে নানাভাবে তার সমাজসেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

মেহেদী হাসান সোহেল, ব্রাডফোর্ট, ইউকে, mehdi4054@yahoo.com